আহমদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে'
(আইঃ) প্রদত্ত ভাষণ

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ্, ঢাকা।

প্রকাশক :
মিসেস মাকসুদা রহমান
সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ্
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

অনুবাদক : জনাব নজির আহ্‌মদ ভুঞা

১ম সংস্করণ : ১০০০
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং

মুদ্রাকর :
আল-হাজ্ব মোঃ আবদুস সালাম
আহমদীয়া আর্ট প্রেস,
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

মুখ বন্ধ

(কেন্দ্রীয় লাজনা এমাউল্লার সদর হযরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা (মুদ্দাজিল্লহাল আলী) কর্তৃক লিখিত

পর্দা ঐ সমস্ত বিশেষ আদেশগুলির মধ্যে অন্যতম যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন করীমে নারীদের জন্য নাযেল করিয়াছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে পর্দার মধ্যে থাকিয়া মুসলিম মহিলাগণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং পর্দা তাহাদের কোন কাজে ও কোন কোরবানীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আলহামদুলিল্লাহ, জামাতে আহমদীয়ার নারীরা এই আদেশ পালন করার ব্যাপারে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম নারীদের অগ্রে রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমক এবং অন্যদের দেখাদেখি মহিলাদের একটি অংশে দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য এবং প্রত্যেক আহমদী মহিলা যেন সঠিক আদেশ পালন করে এবং সমাজকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে—এই ধারনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সালানা জলসা উপলক্ষে হজরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়াদাল্লাহু তায়ালা বেনাসরিহিল আজিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। লাজনা এমাউল্লাহ্ মরকযীয়ার প্রকাশনা বিভাগ ইহাকে পুস্তকাকারে মুদ্রন করিয়াছে যাহাতে হযরত খলিফাতুল

মসীহ রাবে আইয়াদাহুল্লাতায়ালার মূল্যবান হেদায়েত প্রত্যেক আহমদী মহিলার নিকট পেঁৗছাইতে পারে।

প্রত্যেক লাজনার উচিৎ তাহারা যেন নিজ শহর ও গ্রামের মোট পরিবারের সংখ্যা অনুমান করিয়া এই পুস্তিকা চাহিয়া নেয় এবং প্রত্যেক পরিবারকে এক একটি করিয়া পুস্তিকা বিতরণ করে এবং তাহাদিগকে এই নির্দেশ দান করে যে ইহা পড়ুন ও ইহার উপর আমল করুন এবং নিজেদের মেয়েদিগকেও পড়তে দিন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দান করুন যেন আমাদের আমল ও আমলের আদর্শ কোরআন মজীদের শিক্ষা ও আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক হয়। আমীন।

খাকসার

মরিয়ম সিদ্দিকা

সদর, লাজনা এমাউল্লাহ
মরকযীয়া, রাবওয়া।

তাং—১০-৩-৮৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা বেনাসরিহিল আজিজ রাবওয়ায় সালানা জলসা উপলক্ষে ১৯৮২ সনের ২৭শে ডিসেম্বর আহমদী মহিলাগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দান করিয়াছিলেন, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর পক্ষ হইতে হুজুরের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে।

খাকসার

মাসুদা সামাদ

লাজনা এমাউল্লাহ, বাংলাদেশ।

তাং—১৫-৯-৮৩

نحمده ونصلي على رسوله الكريم — بسم الله الرحمن الرحيم

তাশাহুদ, তায়াওয়ুয ও সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর সুরা নুরের নিম্নে বর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك ازكى لهم - ان الله خبير بما يصنعون ٥
وقل للمؤمنت يغضضن من ابصارهن ويحفظن
فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها -
وليضربن بخمرهن على جيوبهن - ولا يبدين
زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعو-
لتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن
او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن
او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولى
الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا
على عورات النساء - ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما
يخفين من زينتهن - وتوبوا الى الله جميعا ايه
المؤمنون لعلكم تفلحون ٥ (اية : ٣١—٣٢)

(সুরা নূর, আয়াত ৩১, ৩২)

এই আয়াতদ্বয়ের তরজমা এই :—

"তুমি মোমেনদিগকে বলিয়া দাও যে তাহারা যেন নিজদের চক্ষু নীচু করিয়া চলে এবং নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাজত

করে। ইহা তাহাদের জন্য অতি পবিত্রতার কারণ হইবে। তাহারা যাহা কিছু করে আল্লাহতায়ালা ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত আছেন। এবং মোমেন মহিলাদিগকে বলিয়া দাও যে তাহারাও যেন নিজদের চক্ষু নীচু করিয়া চলে এবং নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল মাত্র ঐগুলি ছাড়া যাহা অনিচ্ছা সত্বেও আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এবং তাহারা নিজদের বক্ষ আবৃত করিয়া যেন চাদর পরিধান করে। এবং তাহারা কেবল নিজদের স্বামী অথবা নিজদের পিতা অথবা নিজদের স্বামীদের পুত্র অথবা নিজদের স্বামীদের পুত্র অথবা নিজদের ভ্রাতা অথবা নিজদের ভ্রাতাদের পুত্র অথবা নিজদের ভগ্নিদের পুত্র অথবা নিজদের সমমর্যাদা-সম্পন্ন মহিলা অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে অথবা এইরূপ অধীনস্থ পুরুষ যাহারা এখনও যুবক হয় নাই অথবা এইরূপ ছেলে যাহারা মহিলাদের বিশেষ সম্পর্কের জ্ঞান অর্জন করে নাই—এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারিবে। এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারো নিকট প্রকাশ করা চলিবে না। এবং নিজদের পদদ্বয় (জমিনের উপর জোরে) এইজন্য ফেলিবেনা যে ঐ জিনিষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে যাহাকে তাহারা নিজদের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবৃত রাখিয়াছে। এবং হে মোমেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগী হও, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইয়া যাও।"

তারপর হুজুর আকদাস (আই:) বলেন: ইহা ঐ আয়াত যাহাতে পর্দা সম্বন্ধে বিস্তারিত হুকুমের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমার জন্য এই আয়াত তেলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য হইয়া পড়িয়াছে যে আমি কিছুকাল যাবৎ অনুভব করিতেছি যে ইসলামের উপর যে সকল অত্যন্ত বড় বিপদাবলী পতিত হইতেছে উহাদের মধ্যে বেপর্দেগী একটি বিপদ। বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন বাহানায় এই বিপদ মুসলমান মহিলাগণের উপর আপতিত হইতেছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মুসলমান মহিলাগণ পর্দা পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন কি কোন কোন মুসলিম দেশেত এই ফতোওয়াও দেওয়া হইতেছে যে পর্দা হারাম। কিছুদিন পূর্বে লিবিয়ায় এই ফতোয়া প্রকাশিত হইয়াছে যে ইসলামের পর্দা নিষ্প্রয়োজনীয়ই নয় বরং ইহা হারাম এবং এখন হইতে কোন মহিলা পর্দা করিবেনা ও যাহারা করিবে তাহারা আইন ভংগকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। বস্তুত: যে সমস্ত মুসলমান দেশ যাহাদিগকে ইসলামের হেফাজতকারী মনে করা হইত স্বয়ং ঐ সমস্ত দেশগুলিতেই এই মহামারী এইরূপ দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে যে ইহা কেবল কোরআন করীমের হুকুম বিরোধীই নয়, বরং ইহা এই হুকুমকে সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া দিতেছে। একমাত্র আহমদী মুসলমান মহিলাগণই অবিশিষ্ট ছিল যাহাদের নিকট হইতে এই প্রত্যাশা করা হইয়াছিল যে তাহারা এই ময়দানে জেহাদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে এবং

পলায়নকারীদের কদম রুখিবে বা বাজিতে জিতিয়া দেখাইবে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও দুঃখের সংগে এই কথা বলিতে হয় যে আহমদী মহিলাগণ নিজেরাই এই ময়দানে দুর্বলতা প্রদর্শন করিতে শুরু করিয়াছে। ধীরে ধীরে বেপর্দেগীর এই মহামারী প্রসার লাভ করিতেছে। প্রথমে বড় বড় নগরগুলিতে ইহা শুরু হইয়াছে এবং পরে ছোট ছোট শহরগুলিতে ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে যে আমরা যেন এই জেহাদের ময়দানে বাজিতে হারিয় যাইতেছি।

এই জন্য আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি এবং বড় জোরের সহিত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে এই তাহ্‌রিক করিয়াছেন যে আহমদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন। কেননা যদি আপনারাও এই ময়দান পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে দুনিয়াতে আর কোন্ মহিলা আছে যাহারা ইসলামী মূল্যবোধের হেফাজতের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

বেপর্দেগীর সমর্থনে বিভিন্ন বাহানা ও ওজর খুঁজিয়া বেড়ানো হয়। ইহার ইতিহাস লম্বা। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে চোর-দরজা দিয়া বেপর্দেগী সবচাইতে অধিক আঘাত হানিয়াছে উহা হইল চাদর। যে অর্থে ও যে উদ্দেশ্যে কোরআন করীমে চাদরকে পর্দা বলা হইয়াছে, ইহা এখন সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে চাদরের পর্দা ইসলামী পর্দা হইতে পারে। কিন্তু কি অবস্থায় এবং কোন্ পর্য্যায়ে ইহা পর্দা বলিয়া গণ্য হইতে

পারে, উহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং কোরআন করীমে পর্দার যে সমস্ত নির্দেশ রহিয়াছে এই সম্বন্ধে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই বিষয়টি আমি 'মজলিসে ইফ্‌তার' সোর্পদ করিয়াছিলাম এবং বিগত ছয় মাস যাবৎ এই বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনাধীন ছিল। পর্দা সম্বন্ধে সমস্ত কোরআনী আয়াতগুলিকে একত্রিত করা এবং এই গুলির উপর চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াও সমস্ত সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলিকেও বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইসলামের বিভিন্ন সময়ে পর্দা যে সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, ঐগুলিও বিবেচাধীন ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর লেখা হইতে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতির উপর চিন্তা-ভাবনা করা হইয়াছে এবং 'খেলাফায়ে সেলসেলা আহমদীয়া' যেমন—হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল ও হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী পর্দা সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, ঐগুলিও বিবেচনা করা হইয়াছে। এই সব কিছুই বিবেচনা করার পর ইহা সুস্পষ্ট হইল যে বিভিন্ন সমাজে এবং উহাদের উন্নতির বিভিন্ন পর্য্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং মানুষের প্রয়োজন এবং কোন সমাজের সাধারন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইসলাম বিভিন্ন প্রকারের পর্দার অনুমোদন করিয়াছিল। ইহা একটি সর্বজনীন ধর্ম। এই জন্য ইহা পর্দার সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে। এমন কোন দিকই নাই যাহা দুনিয়ার কোন জাতির উপর বর্তাইল, কিন্তু উহার

জবাব কোরআন করীম ও নবী করীমের (সাঃ) সুন্নতে পাওয়া যায় না। যেমন আমাদের গ্রামাঞ্চলে চাদরের পর্দা প্রচলিত আছে। ইহাতে ঘোমটার ব্যবস্থা আছে এবং যতদূর সম্ভব ডাইনে-বামে চাদর জড়াইয়া দেহকে আবৃত্ত করা হয়। এই জাতীয় পর্দার সাহায্যে লজ্জা-শরমের সহিত গমনকারীনী মহিলারা স্বামীদের জন্য রুটি পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ক্ষেত-খামারে যায়। ইসলামে ইহা কোন ব্যতিক্রম নয়। বরং ইহা ইসলামি পর্দার মূল কাঠামোর একটি অংশ। কোরআন করীমে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই বিষয় সম্বন্ধে খুব পরিষ্কাররূপে বর্ণনা দিয়েছেন এবং হযরত মসীহ মওউদও (আঃ)-এ আয়াতের আলোকে, যাহা আমি শুরুতে পাঠ করিয়াছিলাম, বলিয়াছেন যে একটি পর্দা হইল যাহাতে শরীরের চিবুক পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা হয় এবং মাথাকেও সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এমন কোন প্রসাধন ব্যবহার করা উচিৎ নয় যাহার ফলশ্রুতিতে খামাকা মন্দ ব্যক্তিদের দৃষ্টি প্রলুব্ধ হয়। এই সমাজের যে সকল মহিলা মানমর্যাদার সহিত বিনা প্রসাধনীতে প্রয়োজনের খাতিরে বাহির হয়, তাহারা ইসলামী পর্দা পালন করে। তাহারা পর্দার কানুন পালন করে। ব্যতিক্রম তো উহাই যাহা কানুনের পরিপন্থী। অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বলেন যে ইহা ঐ পর্দা যাহা ইউরোপবাসীগণের জন্য বোঝা নয় এবং উহা কঠিনও নয়।

কেননা তাহাদের সমাজে মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তাহাদিগকে বাহির হইতে হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, যদি তথাকার মহিলারা এই জাতীয় পর্দা করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের পরিবেশে ইসলামী পর্দা পালন করে।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি পর্দা আছে। উহা চেহারার পর্দা। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিশ্লেষণের আলোকে যখন হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) এই বিষয়ের উপর কলম ধরিলেন যখন অতি সবিস্তারে ও বিনা ব্যতিক্রমে এই কথা বলিলেন যে চেহারার পর্দাও ইসলামী পর্দা এবং ইহা ইসলামের মৌলিক পর্দার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই পর্দা কোন্ সোসাইটির জন্য? ইহার ব্যাখ্যার জন্য যখন আপনারা হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর তফসীর পাঠ করেন এবং এই বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তখন আপনাদের নিকট ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে সোসাইটির ঐ অংশ যাহারা সচ্ছল এবং সাধারনভাবে যাহাদিগকে এ্যাডভান্সড অর্থাৎ উন্নত বলা হয়, যাহাদের সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, যাহাদের গৃহে কাজের লোক আছে, যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা সব রকমের আরাম-আয়াসের উপকরণ দান করিয়াছেন, যাহাদের বাংলো আছে, কুঠী আছে, এবং যাহাদের নিকট জীবনের উদ্দেশ্য এই ছাড়া আর কিছু নয় যে হৃদয়ের

প্রশান্তির জন্য তাহারা নিজেদের অর্থ-ব্যয় করার বিভিন্ন পথ খুঁজিয়া বেড়ায় অর্থাৎ এই প্রয়োজন তাহারা অনুভব করে না যে তাহারা কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে. বরং ইহাই অনুভব করে যে আল্লাহতায়ালা যে অর্থ সম্পদ তাহাদিগকে দান করিয়াছেন উহা কিরূপে ব্যয় করিবে যাহাতে ভোগ-বিলাসের আরও অধিক উপকরণ সৃষ্টি হয়, ইহা ঐ সোসাইটি যাহাদের জন্য হুকুম ইহাই যে যতখানি সম্ভব তাহাদের মহিলাগণ নিজেদের চেহারা আবৃত করিবে এবং প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা করিয়া বাহিরে যাইবে না। যদি তাহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং বিনা প্রয়োজনে বাহিরে যায় তাহা হইলে ইহার দরুন সোসাইটির ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইবে। এবং আজকাল যখন চতুর্দিকে নোংরামী প্রসার লাভ করিতেছে ও গৃহের শান্তি নষ্ট হইতেছে তখন অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন এইরূপ মহিলাগণ পূর্ণ পর্দা পালন করে।

বোরকার ব্যাপারে এই কথা বলা যায় যে ইহাই নির্ধারিত ইসলামী পর্দা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি ও সময় অনুসারে ইহা খলিফাগণের কাজ এবং ইহা তাঁহাদের কর্তব্য যে এই ব্যাপারে তাঁহারা এস্তেযামী ফয়সালা গ্রহণ করেন। যদি কোন সোসাইটিতে বোরকা প্রচলিত থাকে এবং চাদর উহার স্থান দখল করিতে থাকে তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে ইহার দ্বারা ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হইতেছে কিনা। যদি ইহার দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত না হয় তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত

হইবে যে চাদর গ্রহণ করাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি ইহার দ্বারা কদম সুনিশ্চিত রূপে জালালত ও গোমরাহীর দিকে ধাবিত হয় এবং এই বিপদ নামিয়া আসে যে কেবল বোরকারই বিলুপ্ত হইবে না বরং ইহার দরুন ধীরে ধীরে পর্দাও তিরোহিত হইয়া যাইবে, এই সময় খলিফা যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন এবং খোদার সামনে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

অতএব আমার কর্তব্য এই সকল অবস্থা বিবেচনা করার পর কোন একটি এস্তেজামী ফয়সালা গ্রহণ করি। দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ সোসাইটিতে বোরকা অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। দেখিতে হইবে যে বোরকা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বাহিরে আসিয়াছে তাহাদের লক্ষ্য কি এবং বোরকা যাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরই বা লক্ষ্য কি? এই দুইটি ভিন্ন ও স্ববিরোধী পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে চাই। কোন কোন সোসাইটি ও বংশ পরম্পরায় বোরকা প্রচলিত আছে। যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দান। আমি হযরত আম্মাজান (রাঃ) এবং তাঁহার সন্তানগণকে দেখিয়াছি। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সন্তানগণকে দেখিয়াছি। হযরত ২
মীর্যা বশীর আহমদ সাহেবের (রাঃ) সন্তানগণ এবং খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে যাহারা দেশ বিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং মোবারক পরিবেশে লালিত-পালিত

হইয়াছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছি তাঁহাদের সকল মহিলা বোরকা পরিধান করিতেন। দুনিয়ার কাজ-কর্মে স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণ করা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করা হয় নাই। তাঁহারা শিকারেও যাইতেন। খেলা-ধুলা এবং ভ্রমণেও রীতিমত অংশ গ্রহণ করিতেন। এই সকল কাজ তাঁহারা বোরকা পরিহিত অবস্থায় করিতেন। যদি তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই যুগ দেখে যে তাহাদের মেয়েরা চাদর গ্রহণ করিয়াছে এবং চাদরের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে আপনজনদের সামনে চাদর অধিক সুন্দর-রূপে গায়ে লেপটিয়া থাকে এবং অন্যদের নিকট যাওয়ার পর চাদর খসিয়া পড়ে ও স্কন্ধে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে এইরূপ ভাবার কোন কারণ নাই যে ইহাই ইসলামী পর্দা। কে ইহাকে ইসলামী পর্দা বলিতে পারে? তাক্ওয়ার সহিত কাজ করা উচিৎ। আপনারা আমার বিরুদ্ধে নিশ্চিতরূপে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। আমি ইহার কোনই পরওয়া করি না। কিন্তু আমাকে এই মোকামে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে আমি আপনাদের নেগরানী করি। এই জন্য আমি আপনাদের নিকট এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া দিতে চাই যে কোরআন করীম বলিতেছে:

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝

(সূরা কিয়ামাহ্ ৭৫ : ১৫ - রুকু ১৭)

তোমরা লক্ষ বাহানা ও ওজর-আপত্তি উত্থাপন করিতে পার যে ইসলামী পর্দার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করিতেছি এবং তোমরা এই বাহানাও করিতে পার যে চাদরই

ইসলামী পর্দা। কিন্তু আমি জানি এবং আমার অন্তরও একথা জানে এবং আপনাদের অন্তরও জানে যে ঐ চাদর যাহা আজ-কাল বেপর্দেগীর জন্য ব্যবহার করা হইতেছে কোন মতেই তাহা ইসলামী নয়। তাহারা ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করিতেছে এবং তাহাদের কোন পরওয়া নাই যে তাহাদের বংশধরদের কি পরিণতি হইবে। তাহারা অবগত নয় যে এই বংশধরেরা নাচ-গানের সহিত জড়াইয়া পড়িবে এবং বেহায়াপনার দিকে এইভাবে অগ্রসর হইবে যে তাহাদিগকে রোখা যাইবে না।

পক্ষান্তরে এইরূপ সোসাইটিও রহিয়াছে যেখানে বেহায়াপনা একটি সাধারণ ব্যাপার, এবং যেখানে নগ্নতার ধ্যান-ধারনাই ভিন্নতর। তাহাদের বাহু নগ্ন। তাহাদের চেহারা নগ্ন। বরং তাহারা দেহের এইরূপ অংগ-প্রত্যংগ নগ্ন করিয়া চলাফেরা করে যে ঐদিকে মানুষের দৃষ্টি পড়িলে হয়রাণ হইয়া পড়িতে হয় যে মহিলারা এত নীচে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এইরূপ সমাজে যখন মহিলারা আহমদীয়তের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইসলামী মূল্যবোধ গ্রহণ করে তখন যদি তাহারা নিজদের চেহারা নাও ঢাকে, তথাপি তাহারা চাদরের সাহায্যে এইরূপ পর্দা করে যে তাহাদের শালিনতা ও সৌজন্যবোধ সমস্ত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপ সোসাইটিতে ইহাই ইসলামী পর্দা। ইহা কোন ব্যতিক্রম নয়। এই জন্য বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন পরিবেশের পটভূমিতে ফয়সালা গ্রহণ করিতে হয় এবং যেমন

আমি বর্ণনা করিয়াছি, ইসলামে এই সব ব্যবস্থাই রাখা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও আরো একটি পর্দা আছে যাহা আহলে-বয়াতের পর্দা। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আহলে-বয়াতের খোদা ও সাধারণ মহিলাদের খোদা কি পৃথক? আসল কথা এই যে খোদা জানিতেন যে কোন কোন খান্দানের উপর অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে। যদি তাঁহারা গোনাহর দিকে এক কদম অগ্রসর হয় তাহা হইলে অন্যান্য মহিলারা তাহাদের দরুন দশ কদম অগ্রসর হইবে। এবং যদি তাঁহারা নেকীর দিকে এক কদম অগ্রসর হয় তাহা হইলে অন্যান্য মহিলারাও তাহাদের অনুসরণে নেকীর দিকে অগ্রসর হইবে। মৌলিক ফিলোসফির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খোদাতায়ালা যিনি বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা এবং যিনি মানুষের ফিৎরাতের স্রষ্টা তিনি আহলে-বয়াতের জন্য বিশেষ পর্দার হুকুম দান করিয়াছেন। অবিচারের উপর ভিত্তি করিয়া এই হুকুম দেওয়া হয় নাই। বরং ফিৎরাত ও ন্যায়পরায়নতার তাগিদ অনুযায়ী এই হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে যতখানি সম্ভব তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর এবং বিনা প্রয়োজনে বাহির হইও না। যদি বাহির হইতে হয় তাহা হইলে নিজকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া বাহির হও এবং কখনও কাহাকেও এই মওকা দিবে না যে তাহারা তোমাদের পবিত্র চেহারা দেখে এবং কুদৃষ্টি দ্বারা উহার পবিত্রতা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করে। এই পর্দা তৃতীয় প্রকারের পর্দা।

অতএব এই তিন প্রকারের পর্দাই ইসলামী পর্দা এবং বিভিন্ন অবস্থায় এইগুলি কার্যকরী হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে এই অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া সে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে মুখ ফিরাইয়া চলাফেরা করিবে এবং ধীরে ধীরে সোসাইটি হইতে ইসলামী পর্দার ধ্যান-ধারনা বিলুপ্ত হয়। জামাতে আহমদীয়া একটি সু-শৃঙ্খল ও সুসংগঠিত জামাত এবং এই জামাতে ঐক্যের ধারণা সুস্পষ্ট। শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত ঐক্য কায়েম থাকিতে পারে না।

সুতরাং এই সকল কারণের প্রেক্ষিতে আমি নেজারতে ইসলাহ ও ইরশাদ এবং অনুরূপভাবে লাজনা এমাউল্লাহ্‌কে নির্দেশ দিয়াছিলাম যে সর্বপ্রথমে সালানা জলসার ষ্টেজে ইহার পাবন্দী করুন এবং বিশেষ করিয়া হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের মহিলাগণের উপর কড়াকড়ি করুন। হযরত রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খান্দানের উপর যে সমস্ত হুকুম বর্তায় এইগুলির অনুসরণে অনুরূপ হুকুম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের উপরও বর্তায়। যদি তাঁহাদের সংগে এইরূপ ব্যবহার করা হয় যে তাঁহারা পর্দার সম্মান রক্ষা করুন বা নাই করুন তাঁহারা ষ্টেজের টিকেট লাভ করিবেন এবং যে সমস্ত মহিলা লাজনার খেদমত করেন, পর্দা পালন করেন, ইসলামের জন্য সবকিছু পেশ করিয়া দেন এবং ধর্মের রাস্তায় নিজদের

হাত হইতে অলংকার খুলিয়া দেন, যদি এইরূপ মহিলারা নীচে মাটিতে বসিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা ভয়ানক অবিচার হইবে এবং তাক্ওয়ার পরিপন্থী হইবে। ষ্টেজে বসার অধিকার কেবল উচু এবং আধুনিক সোসাইটির মহিলাগণের রহিয়াছে এবং গরীব আহমদী মহিলাগণের কাজ হইবে নীচে মাটিতে বসা—এইরূপ ধারনা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। যদি কাহারো মস্তিষ্কে এইরূপ কীট থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সে চিরতরে উহাকে বাহির করিয়া দিক। কখনও এইরূপ হইবে না। তাকওয়াই একমাত্র মাপকাঠি, যেমন কোরআন করীমে বলা হইয়াছে :—

ان اکرمکم عند الله اتقاکم (হুজরাত ১৪ :)

আমরা তোমাদিগকে জাতি এবং গোত্র রূপে ভাগ করিয়াছি এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। কিন্তু সাবধান ! তোমরা এইগুলিকে ইজ্জতের মাধ্যম বলিয়া গণ্য করিবে না। আল্লাহতায়ালার নিকট মোত্তাকী ব্যতীত অন্য কেহ ইজ্জতের উপযুক্ত নয়।

অতএব যদি জামাত তাকওয়ার মাপকাঠির হেফাজত না করে তাহা হইলে কোন মূল্য-বোধেরই হেফাজত করা সম্ভবপর হইবে না। তাকওয়াতো ইমানের ভিত্তি। ইহা তো ইসলামের শিকড়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :—

ہر نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے
اگر یہ جڑ رہی تو سب کچھ رہا ہے

'তাকওয়াই হইতেছে প্রত্যেক নেকীর শিকড় এবং ইহা থাকিলেই সব কিছু বজায় থাকে।" ইসলামের চেহারায় যে বসন্তের রূপ ফুটিয়া উঠে উহা তাকওয়ার ফলশ্রুতিতেই হইয়া থাকে। ইহা তাকওয়ারই শিকড় যাহা অঙ্কুরিত হয় এবং অতঃপর ইহা স্বর্গীয় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। ন্যায়বিচারের তাকিদ পূর্ণ করাই হইতেছে তাকওয়ার বৈশিষ্ট।

এইরূপ মওকায় কিছু অসাবধানতার ব্যাপারও ঘটিয়া থাকে। যেমন, এমন কোন কোন এলাকা আছে যেখানে বোরকার প্রচলন নাই এবং ঐ সমস্ত এলাকায় চাদর প্রচলিত। আবার কোন কোন মহিলা রহিয়াছেন যাহারা চাদরের মোকাবেলায় বোরকার দ্বারা নিজদের অধিক হেফাজত করিয়া থাকেন। ইহা জামাতের কাজ যে তাহারা এই বিষয়ের নেগরানী করেন এবং দেখেন যে এই মহিলারা কোন্ এলাকার অধিবাসী এবং ইহাও অবগত হওয়া প্রয়োজন, যে সমস্ত মহিলারা চাদর গ্রহণ করিতেছেন তাহারা কিভাবে উহা ব্যবহার করিতেছেন। দেখিতে হইবে তাহারা কি ফেশানের দাস, না বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজনের খাতিরে চাদর ব্যবহার করিতেছেন, এইরূপ করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং পুরাপুরি নিজদের হেফাজত করিতেছেন। অতঃপর যদি তাহারা চাদর ব্যবহার করেন ইহা তাহাদের নিজদের দায়িত্ব। এইরূপ মহিলাদের ব্যাপারে যদি জামাতের নেজাম ফয়সালা করে উহাতে কোন আপত্তি নাই। কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে তাহারা নিজদের জন্য অধিক মছিবত ডাকিয়া

আনেন। যদি কোন মহিলা সত্যিকারভাবে পূর্ণ পর্দা পালন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের জন্য চাদরের পরিবর্তে বোরকা ব্যবহার করাই সহজ। চাদরতো শরীর হইতে খসিয়া পড়ে। ইহাকে সামলাইতে হয়। তারপর ঘোমটা দিতে হয় এবং আরও অনেক ধরনের অসুবিধা ইহার সংগে জড়িত রহিয়াছে। বস্তুতঃ চাদরের দ্বারা মহিলাদিগকে বড়ই মুশকিলের সংগে নিজদের হেফাজত করিতে হয়। বোরকাতে একটা সহজ পন্থা ছিল। অতএব আধুনিক সোসাইটির প্রভাব ব্যতীত যদি কোন কোন এলাকার মহিলারা তাহাদের নিজস্ব রীতি-নীতি অনুযায়ী চাদরের পর্দা করে তাহা হইলে জামাতের কর্তব্য হইবে যে তাহারা যেন এই ব্যাপারে নেগরানী করে। ইনশাআল্লাহ আমি নিজে অনুসন্ধান করিব। জামাতী নেজামের অধীনে তাহাদিগকে অনুমতি দান করা হউক। কিন্তু এই অনুমতি ঐ পর্যন্তই দেওয়া যাইতে পারে, যে পর্যান্ত তাহাদের পর্দা ইসলামী পর্দা হয়। যদি এইরূপ বিপদ অনুভূত হয় যে এই চাদরই তাহাদের মেয়েরা মন্দভাবে ব্যবহার করা আরম্ভ করিয়াছে এবং নূতন সোসাইটিতে আসার পর তাহাদের মধ্যে কুপ্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহা হইলে ইহার ব্যবহারও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ষ্টেজের টিকেটের ব্যাপারে ইহা সম্ভব যে এইরূপ কোন কোন মহিলাও টিকেট না পাইয়া থাকিবেন যাহাদের ইহা পাওয়ার হক ছিল এবং এই জন্য তাহাদের অন্তরে অভিযোগ

সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এই ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে উহার কিছু কিছু বড় মজাদার রিপোর্ট আমার নিকট আসিয়াছে। ঐগুলি আমি আপনাদিগকে শুনাইতে চাই।

আমাদের এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আছেন। পর্দার ব্যাপারে গোড়া হইতেই তাঁহার মনোভাব কঠোর। কেননা যে প্রথম বংশধর হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ভবিষ্যতে ছিল, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-কে যে ধরনের পর্দা করাইতে তিনি দেখিয়াছেন এবং যেভাবে মেয়েদেরকে পাবন্দীর সংগে পর্দা করাইয়া বাহিরে পাঠাইতে দেখিয়াছেন, উহা তাঁহার স্বভাবে এইরূপ মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার পক্ষে এই অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভবই ছিলনা। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কোন কোন মেয়ের ধারনা এই যে ইনি প্রাচীন যুগের লোক। একে কিছুই বলিও না। এইরূপ কথা ইনি বলিয়াই থাকেন। কিন্তু কোন্ সময়টা প্রাচীন ছিল? আমি তো ঐ প্রাচীন যুগের কথা জানি যাহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ ছিল। যদি তাঁহার যুগকে প্রাচীন যুগ মনে করিয়া কাহারও কিছু বলার থাকে তাহা হইলে উহা তাহার অভিরুচি। ইহা সে জানে এবং তাহার খোদা জানে। ইহা তাহাদের মধ্যকার ব্যাপার। যাহা হোক, আমার এই জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বাস্তবিক পক্ষে তাকওয়ার উপর কায়েম থাকিয়া পর্দার ব্যাপরে কড়াকড়ি করেন। অতএব এইবার ষ্টেজের টিকেটের ব্যাপারে বিশেষ করিয়া একটি

হালকার টিকেটের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যাস্ত হইয়াছিল। নেজারতে এসলাহ ও এরশাদ যেখানে নিজদের জিম্মাদারী পালন করে নাই এবং যে জন্য আমি তাঁহাদের জবাব তলব করিয়াছি এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিজের জিম্মাদারী পালন করেন এবং টিকেট জারী হওয়া সত্বেও বাধা দান করেন। ফল এই হইল যে তাঁহার নিকট চতুর্দিক হইতে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভরা টেলিফোন আসা শুরু করিল যে তাহাদের উপর কড়াকড়ি করা হইয়াছে। কোন কোন পিতা-মাতা মন্দ কথাও বলিয়াছেন এবং কোন কোন মেয়ে ফোন করিল যে আপনি এ কি তামাশা শুরু করিয়াছেন? আমার স্ত্রীর নিকটও এইরূপ একটি মেয়ে আসিয়া কহিতে লাগিল যে ইহা চলিবে না। চালাইয়া দেখুন না। অতঃপর আমাদের এক মেয়ের নিকট অন্য কয়েকটি মেয়ে আসিল এবং এই প্রসংগে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহারা কহিল যে তুমি তো পর্দাও কর এবং ঘর হইতেও বাহির হওনা। এই জন্য তোমাকে ষ্টেজের নয়, বরং সভাপতির টিকেট দেওয়া উচিৎ ছিল। মোট কথা, তাহাদের হৃদয়ে যত দুঃখ ছিল তাহারা ঐগুলি যে-ভাবেই পারিল অন্যের হৃদয়ে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টিত হইল। যখন মহিলারা কটাক্ষ করে তখন উদ্দেশ্য ইহাই থাকে যে হৃদয়ের দুঃখ আমার হৃদয়ই কেন থাকিবে? এই দুঃখ তোমার হৃদয়ে স্থানান্তরিত করিলাম এবং আমি নিজে হালকা হইয়া গেলাম। এখন তুমি বুঝ এবং যাহা মর্জি কর।

যখন এই সমস্ত কথা আমার নিকট পৌঁছিল তখন আমার ভগ্নীকে বলিলাম যে আপনি কেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইতেছেন? ইহা তো আমার ফয়সালা ছিল। এই বেদনা আপনার হৃদয়েও থাকা উচিত নয়। ইহাতো আমার হৃদয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার হক রাখে। আপনি আমাকে দিয়া দিন. আমি বুঝিব এবং আমার খোদা বুঝিবে। আপনি কখনও দুঃখিত হইবেন না এবং বিনা দ্বিধায় আপনার কাজ করিয়া যান। আমিই জিম্মাদার। আপনার উপর কোন জিম্মাদারী বর্তাইবেনা। এই সময় আমার মনে হইল ইসলামের প্রথম যুগেও এইরূপই ঘটিয়াছে।

আমি কি এবং আমার ক্ষমতাই বা কি! আমি তো হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোলাম-দেরও গোলাম। আমি একজন গুনাহ্গার ও দুর্বল মানুষ। জানি না কেন আল্লাহতায়ালা আমাকে এই ওহ্দায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি যেমনই ছিলাম এবং যেমনটিই আছিনা কেন এই ওহ্দার জিম্মাদারী নিশ্চয়ই আমি পালন করিতে চেষ্টা করিব। আমি দুনিয়ার কোন পরোয়া করিনা। আমি এতো শক্তি রাখিনা যে মৃত্যুর পর খোদার হুজুরে জবাবদিহি করিতে পারি। এই জন্য দুনিয়ার কথাতো আমি বরদাস্ত করিব। কিন্তু খোদার হুজুরে জবাবদিহি করিতে হইবে ইহা আমি কবুল করি না। সুতরাং আমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বলিলাম যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইহার পূর্বেও লোকেরা

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামকেও ছাড়ে নাই। আর আমার কিই বা পদমর্যাদা আছে ?!

বিভিন্ন ফয়সালা বিভিন্ন নিয়তে করা হয় এবং বিভিন্ন নিয়ত উহাদের উপর আরোপ করা হইয়া থাকে। যেমন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর আনুসঙ্গিক বাস্তবতা হইতে অবসর হইয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে একটি ঘটনা ঘটিল। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর যে সমস্ত মোহাজের নিজদের গৃহে পুণর্বাসিত হইতেছিলেন, আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মালে-গনিমত হইতে অনেক কিছু তাহাদিগকে দান করিলেন এবং ঐ সমস্ত আনসার যাহারা তাঁহার সহিত মদিনা হইতে আগমন করিয়াছিলেন তাহারা প্রায় শূণ্যহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এই সময় এক হতভাগা আনসারী এই আপত্তি উত্থাপন করিল যে ইনি এক অদ্ভুত রসুল, যিনি লোকদিগকেতো ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঁহার নিজের অবস্থা এইরূপ যে মালে-গনিমত স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদেরকে দিয়া দিলেন, যদিও আমাদের তলোয়ার হইতেই রক্ত ঝরিতেছে। এই কথা শ্রবন করিয়া আঁহযরত (সাঃ) অত্যন্ত দুঃখীত হইলেন। কিন্তু তিনি এই জাতীয় কথায় অভ্যস্ত ছিলেন। এইজন্য এই ব্যক্তির কথায় কোন পরোয়া করিলেন না। তিনি আনসার ও মোহাজেরগণকে একত্রিত করিলেন এবং বলিলেন যে আমার নিকট এই কথা পৌছিয়াছে। যখন আনসারগণ এই কথা শুনিলেন তখন তাহারা

হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল! ইহাতে আমাদের কোন অপরাধ নাই। আমাদের মধ্য হইতে এক জাহেল এই কথা বলিয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমার কথাতো শুন। এই ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছে এবং তাহার হৃদয়ে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। আমার কি নিয়ত ছিল তাহা তোমাদিগকে জানানো আমার কর্তব্য। তারপর বলিলেন, ইহা আমার ফয়সালা ছিল যে এখন আমি এই শহরে অর্থাৎ মক্কায় বসবাস করিব না, যে শহর হইতে আমাকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। বরং আমি ঐ আনসার ভাইগণের নিকট ফিরিয়া যাইব যাহারা হিজরতের সময় আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। এই জন্য আমি ভাবিলাম যে মালে-গনিমত ও পার্থিব সামগ্রী এই লোকদিগকে দিব এবং খোদার রসুল তোমাদের সংগে চলিয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা এই কথাওতো বলিতে পারিতে যে মোহাজেরেরা ছাগল-ভেড়া সংগে যাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে এবং আমরা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্কে সংগে করিয়া লইয়া যাইতেছি যাহার খাতিরে বিশ্ব-জগতকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মোট কথা, এক ধরণের প্রতি-ক্রিয়া এইরূপও হইয়া থাকে।

একটি মেয়ের পিতা আমাকে চিঠি লিখিল যে আমি ৫২ বৎসর হযরত মোসলেহ মউদের (রাঃ) সংগে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি বড়ই মোহসেন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সদব্যবহার করিতেন। অতঃপর আমি ১৭ বৎসর হযরত খলি-

ফাতুল মসীহ সালেসের (রাঃ) সংগে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। তিনিও বড় মোহসেন ছিলেন এবং বড়ই দয়া মায়া ও স্নেহ পূর্ণ ব্যবহার করিতেন। ইহার পর চিঠি শেষ হইয়া গেল। আল্লাহতায়ালা আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছেন এবং আমি অব্যক্ত ভাষাও পাঠ করিতে পারি। এখন আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে ঐ চিঠি শেষ হয় নাই। উহা জারী ছিল এবং আমি পড়িতে লাগিলাম। যেখানে এই চিঠি শেষ হইয়াছিল উহার পরে এই কথা চিঠিতে লুক্কায়িত ছিল যে আমাকে আজ এই অশুভ দিনও দেখিতে হইল যে তোমার খেলাফতে বয়াত করিতে হইল, যে একজন জালেম এবং এনছাফ বিরোধী ফয়সালা দেয়। এই চিঠি পড়িয়া প্রথমে আমার মনে হইল যে তাহাকে উত্তর দেই। অতঃপর আমার হৃদয় এই ফয়সালা গ্রহণ করিল যে যখন খলিফায়ে-ওয়াক্তের বিরুদ্ধে এই জাতীয় আপত্তি উত্থাপন করা হয় তখন ইহাতে কোন বিতর্কের প্রশ্ন থাকেনা। ঐ ব্যাপার আসমানী আদালতে চলিয়া যায়। সুতরাং আমি তাহাকে কোন উত্তর দিবনা। কেননা তাহার ও আমার মধ্যে ফয়সালা কেয়ামতের দিন হইবে এবং আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করিবেন! কারণ তিনিই আমার অন্তরের অবস্থা জ্ঞাত আছেন।

যখন কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তখন কেন এবং কিভাবে করা হয় তাহা আমি আপনাদিগকে বলিয়া দিতেছি। প্রকৃত পক্ষে আমি দেখিতে পাইতেছি যে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভয়াবহ

বিপদজনক যুগে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। চতুর্দিকে নির্লজ্জতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চতুর্দিকে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে যে যদি আপনারা বিশেষভাবে পর্দার হেফাজত না করেন তাহা হইলে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এতো বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হইবে যে আপনারা তখন আক্ষেপের সংগে তাকাইয়া থাকিবেন এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন না। আপনারা 'জীবনের ফ্যাসান' যাহা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইলহামে বর্ণিত আছে, উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। যখন আপনাদিগকে আপনাদের উপকারার্থে বিরত করা হয় তখন উত্তরে জখম লাগাইয়া কটাক্ষ করিয়া নিজদের দুঃখ স্থানান্তর করার জন্য চেষ্টা করেন।

আমি এইরূপ কেন বলিলাম? এই জন্য যে কোরআন করীম বলিতেছে :—

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ০ সূরা নূর ২৪:২০

অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যাহারা চায় যে মোমেনদের মধ্যে নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করুক, তাহাদের জন্য কেবল পরকালের আযাবই নয়, এই দুনিয়াতেও যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে। والله يعلم وانتم لا تعلمون

আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না যে এইরূপ অবস্থা

হইতে কিরূপ কুফল সৃষ্টি হইতে পারে।

পুনরায় কোরআন করীম বলিতেছে:

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم ٥

(সুরা নুর : ২২)

—পর্দার সমস্ত প্রচেষ্টা এবং মানুষের মূল্যবোধের হেফাজত ও ইসলামী সমাজের হেফাজতের সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল তোমাদিগকে পবিত্র করার জন্যই করা হয়। স্মরণ রাখিও যে যদি আল্লাহর ফজল এবং তাঁহার রহম তোমাদের সংগে না থাকে তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কেহই পবিত্র হইতে পারে না।

ولكن الله يزكى من يشاء

কিন্তু আল্লাহ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন এবং আল্লাহ খুব শুনেন এবং খুব জানেন।

ইহা ঐ কোরআনী আয়াত যাহা আমাকে বাধ্য করিতেছে যেন কঠোরভাবে পর্দার পাবন্দী প্রতিষ্ঠিত করি কেননা আমি জানি এবং এইরূপ দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে রহিয়াছে যে বেপর্দেগীর ফলশ্রুতিতে সমাজকে বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সুতরাং বহির্বিশ্বে পাকিস্তানী মহিলারা তথাকার সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বেপর্দেগী শুরু করিয়া দিয়াছিল। যেহেতু তাহারা বোরকা পরিত্যাগ করিল, সেইজন্য এইরূপ এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইল যে তাহাদের মেয়েরা মনে করিল যে এখন

পর্দা উঠিয়া গিয়াছে। এই অসাবধানতার শাস্তিও তাহাদিগকে পাইতে হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুনরায় বোরকা পরিধান করা শুরু করিল। বরং আমেরিকান সোসাইটির অবস্থাতো এই যে তথায় আহমদী মহিলারা চাদর নয় বোরকা পড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলে যে যদি আমরা বোরকা না পড়ি তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মূল্যবোধের হেফাজত করিতে পারিবনা। তাহারাতো ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিল, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক। কোন কোন মেয়ে এমনও আছে যাহারা মাতা-পিতা হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং অমুসলমান ছেলের সহিত আওয়ারা হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই রূপ দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ঘটনাগুলি নালী ঘায়ের মত দুঃখজনক ঘটনা। এই কারণেই আমার হৃদয় অস্থির ও অশান্ত এবং এই জন্যই আমি বারবার আপনাদিগকে স্মরণ করাই যে ইসলামী মূল্যবোধের হেফাজতের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। ইহা এইরূপ সময় যে যখন সাধারণভাবে অনুমোদিত বিষয়গুলি হইতেও কোন কোন সময় মানুষকে বারণ করিয়া দেওয়া হয়। খোদার খাতিরে কখনো কখনো জায়েয দ্রব্যও বর্জন করিতে হয় এবং যে সকল কাজ ফরজ নয়, ঐগুলিও করিতে হয়। এইরূপ পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়। আপনাদের মধ্যে যাহারা প্রথম বংশধর রহিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখে তাহরিকে-জাদিদের সমস্ত যুগটাই রহিয়াছে। কোরআন করীমে

কোথায় লেখা আছে যে, দুই তরকারি খাওয়া নিষেধ? অথবা তিন তরকারি খাওয়া হারাম অথবা চার তরকারি হারাম? কোথায় লেখা আছে যে মহিলারা কারুকার্য খচিত বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না? কিন্তু যখন সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং খলিফায়ে-ওয়াক্ত হুকুম দান করিলেন তখন মহিলারা নিজদের হাতের চুড়ি খুলিয়া দিল। বড় বড় আমীর-ওমরা যাহারা বিলাস বহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিল, তাহারাও এক তরকারি আহার শুরু করিয়া দিল এবং বিবাহ-শাদিতেও কারুকার্য খচিত বস্ত্র দেওয়া-নেওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

আহমদী মহিলাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাহারা স্বীয় ওয়াদায় সত্যপরায়ণ ছিল এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত খেলাফতের বয়াত করিত। অতঃপর কখনো এই কথা বলিত না যে কেন এই আদেশ দেওয়া হইতেছে এবং কেন আমাদের উপর জুলুম করা হইতেছে। আল্লাহতায়ালার ফজলে আহমদীয়াত এইরূপ আজিমুশ্শান মাতাগণের সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাদের মহত্ব দেখিয়া সাধারণ মানুষ অবাক হইয়া যায়। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) এই সকল ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রংগে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যদিও লাজনা এইগুলি সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছে, তথাপি বহু মহিলা আছে যাহাদের এইগুলি পড়িয়া দেখারও সময় হয় না। সামাজিক জীবনে অনেক তাকাদা আছে। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপার আছে। একে অন্যের ঘরে যাওয়া-আসার

ব্যাপার আছে। এত ব্যস্ততার পরে কাহার কখন সময় আছে যে সে ধর্ম্মীয় বিষয়ে পড়া-শুনা করে? অথচ শীঘ্রই এইরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া পড়িবে যে আপনাদেরও বড় বড় কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

যাহা হউক, হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নপ্রকারের যে সমস্ত হুকুম জারী করিয়াছিলেন, ধর্মের সহিত ঐগুলির বাহ্যতঃ কোন সম্পর্ক ছিলনা, তথাপি এই সকল হুকুম পালনে আহমদী মহিলারা এইরূপ শানদার কোরবানী করিয়াছিল যে তাহা দেখিলে হতবাক হইয়া যাইতে হয়।

পাকিস্তানের আন্দোলনের সময় যখন এই সম্ভাবনা ছিল যে যদি মুসলিমলীগ জয়লাভ না করে তাহা হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হইবে। ঐ সময় হযরত মোসলেহ মওউদ এক সাধারণ হুকুম জারী করিলেন যে যাহার পক্ষেই সম্ভব সে যেন নিশ্চয়ই ভোট দিতে যায় মোসলেমলীগের পক্ষে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে ভোট দেওয়া এমন কোন ফরজ কাজ তো নয় যাহা না করিলে ইসলামী হুকুম অমান্য করা হয়! তাছাড়া যে ব্যক্তি অপারগ, যে ব্যক্তি অসুস্থ তাহার জন্য এমনিতেই অনুমোদন রহিয়াছে যে সে ভোট দিতে যাইবে না। কিন্তু এক মহিলা জেদ ধরিল। কিছুদিন পূর্বে সে সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তাহার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা তাহাকে বুঝাইল, হে বৎস, যাইওনা, তোমার জন্য অসুস্থতার ঝুঁকি রহিয়াছে। সে উত্তর দিল,

বিপদের ঝুঁকি তো স্বস্থানে আছে। কিন্তু আমার কর্ণে তো ইমামে-ওয়াক্তের আওয়াজ পৌঁছিয়াছে যে তোমাদিগকে মুসলিমলীগকে ভোট দিতে হইবে। এইজন্য নিশ্চয় আমি ভোট দিতে যাইব। তাহারা কহিল, ইহাই উত্তম যে আমরা ঘরের বাহিরে তালা লাগাইয়া দিয়া তোমাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া চলিয়া যাই। অতএব তালা লাগাইয়া ঘরের সব লোক চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর ঐ মহিলা উঠিল এবং হাউ মাউ শুরু করিয়া দিল। কোন এক প্রতিবেশীর কানে তাহার আওয়াজ পৌঁছিল এবং সে উপস্থিত হইয়া তালা ভাংগিয়া ফেলিল। এই মহিলা বলিল যে কথাতো অন্য কিছু নয়। অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে। এই বলিয়া সে ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ভোট দেওয়ার পর কাফেলা যখন ফিরিয়া আসিতেছিল তখন তাহারা এক ঝোপের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিল। খোঁজ-খবর লইয়া জানিতে পারিল যে এতো তাহাদের ঘরের মেয়ে যাহাকে তাহারা ভিতরে আবদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে চলার মত শক্তি ছিল না; রাস্তায় তাহার এত রক্ত ঝরিয়াছিল এবং bleeding হইয়াছিল যে সে বাধ্য হইয়া ঝোপে লুকাইল এবং শুইয়া পড়িল এবং ঐ খানেই সজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল। অতপর তাহারা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

এ ব্যক্তিরা এইরূপেই বয়াত করিত এবং এইরূপেই এতা-য়াতের প্রয়োজন পূর্ণ করিত। তাহারা তাহাদের ঈমানে একনিষ্ঠ ছিল। তাহাদের মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ ছিল না।

এই ধরণের মায়েরাও ছিল যাহারা ইসলামের খাতিরে এবং বয়াতের হক আদায় করার জন্য আশ্চর্যাজনক কোরবানী প্রদর্শন করিয়াছিল।

হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে পাকি-স্তান প্রতিষ্ঠার পর শুরুতেই যখন কাশ্মীরে জেহাদ চলিতেছিল ঐ সময় পাকিস্তানী সৈন্যদলে মোজাহেদিনদের অত্যন্ত প্রয়ো-জন হইয়াছিল। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) সকল জামাতে পয়-গাম পাঠাইতে শুরু করিলেন যে আজ দেশ ও জাতির একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এই জন্য যাহার পক্ষেই সৈন্য-দলে ভর্তি হওয়া সম্ভব সে যেন অবশ্যই ভর্তি হয়। কোন এক স্থানে তাঁহার লোক গমন করিলেন এবং তথায় এই ভর্তির এলান করিলেন। ইহা একটি অতি বৃহৎ আহমদী গ্রাম ছিল। কিন্তু কেহই প্রস্তুত হইল না। তাঁহারা আবার এলান করিলেন কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। একটি অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ বিধবা যাহার একটি মাত্র ছেলে ছিল, সে নিজের ঘর হইতে ব্যাপারটি দেখিতেছিল। সে এতো খানি আবেগাপ্লুত হইয়া পড়িল যে নিজের ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল, হে আমার ছেলে! তুই কেন জবাব দিতেছিসনা? কেন, তোর কানে কি খলি-

ফায়ে ওয়াক্তের আওয়াজ পৌছায় নাই? অতঃপর সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, আমি উপস্থিত আছি। যেমনভাবে বৃষ্টির এক বিন্দু প্রথমে পতিত হয় এবং পরে বৃষ্টিপাত শুরু হয়, তেমনিভাবে ঐস্থানে যত নওজোয়ান উপস্থিতি ছিল তাহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল যে আমরাও প্রস্তুত। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে যখন আমার নিকট এই খবর পৌছিল, তখন আমি আমার খোদার হুজুরে একটি দোওয়া করিলাম, আমি বলিলাম, হে আমার আল্লাহ! এই বিধবা নারী আমার ডাকে নিজের একমাত্র পুত্রকে পেশ করিয়াছিল এবং পরিস্থিতি এই রূপ যে তাহার বিবাহের বয়সও অতিক্রম করিয়াছে এবং পুনরায় সন্তান ধারনের কোন আশা নাই। আমি তোমার আজমত ও জালালের দোহাই দিতেছি যে যদি কোরবানী নিতেই হয় আমার পুত্রদের কোরবানী নাও; তাহারা জবাই হইয়া যাক কিন্তু এই বিধবার পুত্রকে নিশ্চয়ই বাঁচাইয়া রাখিও। এইরূপই ছিলেন ঐ সমস্ত আহমদী নারী ও মহিলাগণ যাহারা বয়াতের আহ্‌দ পূর্ণ করিতেন।

অতএব যদি আমাদের কিছু মেয়ে এই কঠোরতা এবং কড়াকড়ির দরুন রাগান্বিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের চলিয়া যাওয়ার দরুনতো আমার দুঃখ নিশ্চই হইবে, কিন্তু দ্বীনের গয়রত আমাকে বলে যে খোদার ধর্মে ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি মসীহ

মওউদের এক মেয়ে চলিয়া যায়, তাহা হইলে খোদা এইরূপ শত শত মেয়ে তাঁহাকে দান করিবেন যাহারা অধিক বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে, অধিক লজ্জাশীলা হইবে, দ্বীনের খাতিরে অধিক ত্যাগ স্বীকার কারীনি হইবে, কানেতাত (ফরমাবরদার), হাফেজাত (মূলাবোধ রক্ষাকারিনী) হইবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত বয়াতের আহ্‌দ পূর্ণকারীনি হইবে। হাঁ, আমার অন্তরের দুঃখতো আমার অন্তরেই থাকিবে। কেননা আমি তো ইহাও সহ্য করিতে পারিব না যে একটি মেয়েও বিনষ্ট হউক। যখন ফয়সালা গ্রহণ করিতে হয় যে সময় হইয়া গিয়াছে, অমুককে জামাত হইতে বহিস্কার করিতে হইবে তখন আপনাদের কি মনে হয় যে খলীফায়ে ওয়াক্তের কোন কষ্ট হয় না? হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তো বলেন, সকল মোমেন এক দেহের মত। একজন মোমেনের যদি কোন দুঃখ হয় তখন সকল মোমেনেরই দুঃখ হয়। তাহা হইলে খলিফায়ে ওয়াক্তকে কি আপনারা ইমানের এই নগণ্য মানেরও নীচে মনে করেন? বাস্তব সত্য ইহাই যে যখন তিনি (খলিফায়ে ওয়াক্ত) এইরূপ ফয়সালা করেন তখন তাঁহার হৃদয়ে রক্ত ঝরে। তিনি দোওয়া করেন। তিনি আল্লাহতায়ালার হুজুরে আজিজী ও গিরিয়াজারী করেন, হে খোদা! এই ব্যক্তিকে রক্ষা কর এবং আমাকে এমন সময় যেন দেখিতে না হয় যে আমার হস্ত দ্বারা কোন আহমদী মেয়ে অথবা কোন আহমদী ভ্রাতা বিনষ্ট হয়। হাঁ, ইহা সত্বেও যদি কেহ বিনষ্ট হয় তখন ইমানী গয়রতের তাকিদ

ইহাই যে, যেন তাহার কোন পরওয়া না করা হয়। আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতেছি যে পুনরায় এইরূপ ব্যক্তিদের কোন পরওয়া করা হইবে না। যে জীবন তাহারা নিজেদের জন্য পছন্দ করিয়াছে উহার নকশা আমি আপনাদের সামনে অঙ্কন করিলাম। এই পৃথিবীতেও তাহাদের জন্য 'আযাবে আলিম' ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।

আমার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাইবা থাকিল। কিন্তু এইরূপ এক পদমর্যাদায় আমি অধিষ্ঠিত আছি যাহার জন্য খোদা সর্বদাই গয়রত (আত্মাভিমান) প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং সর্বদা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। খেলাফতের একদিনও এমন আসিবে না যে খোদা তাঁহার খলিফার জন্য গয়রত প্রদর্শন করিবেন না। যদিও আমি একজন আজেজ ও নগণ্য মানুষ, কিন্তু মসনদে-খেলাফত আজেজ ও নগণ্য নয়।

যদি আপনারা আপনাদের বয়াতের আহ্‌দে (প্রতিজ্ঞায়) সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ হন তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেশ্‌তাগণ আপনাদের উপর রহমত নাজেল করিবেন এবং সদা-সর্বদা আপনাদের বংশধরদের খোশহাল আপানাদিকে দেখাইতে থাকিবেন।

অতএব, আপনারা আপনাদের মোকাম উপলব্ধি করুন যে আপনারা কোন্ ব্যক্তিগণের সন্তান এবং কোন্ মহান ধর্ম ও উহার মূল্যবোধ সমূহের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য আপনাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। যদি আপনারাও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন তাহা

হইলে আর কে ঐ সকল মূল্যবোধের হেফাজত করিবে ?

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সোসাইটি পবিত্র হইয়া গিয়াছিল, তখন মুখমণ্ডলের সম্মুখভাগ খোলা রাখার অনুমতি দান করা হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও তখনকার মহিলারা পূর্ণ পর্দা পালন করিতেন। যখন সোসাটিতে নোংরামি ছিল তখন পূর্ণ পর্দা পালনের অধিক কড়াকড়ি করা হইত। যেমন আজকাল অনুন্নত দেশগুলিতে নোংরামি রহিয়াছে। দৃষ্টি এত কলুষিত হইয়া গিয়াছে এবং অভ্যাস এত মন্দ হইয়া গিয়াছে যে এইরূপ মনে হয় যেন নেকাব ভেদ করিয়াও দেখার চেষ্টা চলিতেছে। (এই দেশে প্রাথমিক যুগের ঐ ইসলামী পর্দাই বলবৎ করিতে হইবে) এবং যে সকল স্থানে সোসাইটিতে এরূপ অবস্থা বিদ্যমান নাই, তথায় পর্দার ব্যাপারে অন্য রকম হুকুম প্রজোয্য হইবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মুল মোমেনীনগণ এবং অন্যান্য অনেক মহিলা পর্দা পালন করিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেন। ওহুদের যুদ্ধে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে অন্যান্য যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বড় বড় খেদমত পেশ করিয়াছেন।

(হযরত খাওলা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘটনা আপনারা শুনিয়াছেন। হযরত খালেদ-বিন ওলিদকে (রাঃ) রোমকদের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে আশঙ্কা ছিল যে মুসলমানরা পরাজিত হইয়া যাইবে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলমানগণ নেকাবধারী ও বর্ম্ম

পরিধানকারী একজন অশ্বারোহীকে মুহুর্মুহু শত্রুসেনাকে আক্রমন করিতে দেখিতে পাইল। ঐ অশ্বারোহী যে-দিকেই যাইত ঐ দিকেই শত্রুসেনাকে নিপাত করিতেছিল। ব্যূহভেদ করিয়া সে কখনো ঐ দিকে বাহির হইয়া পড়িত এবং কখনো এইদিকে আসিয়া পড়িত। তাহাকে দেখিয়া মুসলমান সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি আরম্ভ করিল যে এই ব্যক্তিতো আমাদের অধিনায়ক হযরত খালেদ বিন ওলিদ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। 'সাইফুল্লাহ্" অর্থাৎ 'আল্লাহর তলোয়ার' ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি আছে যে এত বীরত্বের সংগে আক্রমণ করে ?! ইতিমধ্যে তাহারা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে (রাঃ) আসিতে দেখিল। তাহারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল, হে সিপাহসালার! এই অশ্বারোহী কে? তিনি উত্তর দিলেন যে আমি একে চিনি না। আমিতো এই ধরনের সাহসী ও বাহাদুর অশ্বারোহী এই প্রথম দেখিয়াছি। এই কথোপকোথনের মধ্যেই ঐ অশ্বারোহী এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিল যে তাহার সমস্ত শরীর রক্তাপ্লুত ছিল এবং তাহার অশ্বেরও ঘর্মাক্ত কলেবরে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। সে অশ্ব হইতে অবতরণ করার পর খালেদ বিন ওলিদ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, হে ইসলামের মোজাহেদ! বল তুমি কে? আমার দৃষ্টি তোমাকে দেখার জন্য ছটফট করিতেছে। তোমার মুখমণ্ডল হইতে নেকাব সরাইয়া ফেল। কিন্তু সে কোন প্রকার কর্ণপাত করিল না এবং নেকাবও সরাইলনা, বর্ম্মও অপসারণ করিল না এবং

পর্দাও খুলিল না। খালেদ বিন ওলিদ অবাক হইলেন যে এতবড় মোজাহেদের এতায়াতের এই হাল-অবস্থা। তিনি পুনরায় বলিলেন, হে জোওয়ান। আমি তোমাকে দেখার জন্য ছটফট করিতেছি। তোমার মুখমণ্ডল হইতে পর্দা সরাইয়া ফেল! ইহাতে ঐ অশ্বারোহী কহিল, হে আমার প্রভু। আমি নাফরমান নই। কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহতায়ালার হুকুম ইহাই যে আমি যেন পর্দা না খুলি। আমি একজন মহিলা। আমার নাম খাওলা। যাহা হউক, তিনি পর্দা খুলিলেন না। (ফেতুহুশ্‌শাম এর অনুবাদ, ফয়জুল ইসলাম—পৃষ্ঠা ৯৮-১০১)

কোন কোন মহিলা বলে যে গরম খুব বেশী। আমরা কিরূপে বোরকা পরিয়া বাহিরে যাইব? পুরুষদের কি আসে যায়! তাহারা যেভাবেই চায় সেই ভাবেই বাহিরে যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই কথা ঠিক নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে, তখনও আমাকে বাহিরে যাইতে হয়। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে যেখানে ক্ষুদ্র প্রাচীরের নিচু ছাদযুক্ত মসজিদ রহিয়াছে, তথায় যখন আচকানের বোতাম উপর পর্যন্ত বন্ধ করিতে হয় তখন এইরূপ মনে হয় যে গরমে সিদ্ধ হইয়া যাইতেছি। অভ্যাস না থাকা সত্বেও এইরূপ করিতে বাধ্য হই। সুতরাং এমনতো নয় যে পুরুষদের কখনও কষ্টের মোকাবেলা করিতে হয় না। তাহারাও এই জাতীয় কষ্টের মধ্যে পতিত হয়।

এখন আমি আপনাদিগকে প্রাচীনকাল অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক মুসলমান মহিলার কাহিনীও শুনাইতেছি। আপনাদেরতো বোরকা পরিলেই গরম বোধ হয়। কিন্তু এই মহিলার অবস্থা শ্রবন করুন। হযরত ছামিয়া (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে যখন তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর ইমান আনয়ন করিলেন তখন এই "অপরাধের" শাস্তি হিসাবে এবং ধর্মত্যাগের জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সমস্ত দেহে বর্ম্ম পরিধান করাইয়া তাঁহাকে খররৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকার উপর দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। (এখানেতো তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু আরবে ১৪০ ডিগ্রি পর্যান্ত উঠিয়া যায়।) এই কারণে তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অসাড় হইয়া পড়িত। বর্ণিত আছে যে এই অবস্থায় যখন তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি কোন কথাই বুঝিতে পারিতেননা। অর্থাৎ গরমের প্রচণ্ডতায় ও যন্ত্রণার দরুন যখন তিনি একেবারে অসাড় হইয়া পড়িতেন তখন নির্যাতনকারীরা উর্দ্ধে অঙ্গুলী উঠাইয়া দেখাইত। তখন তিনি বুঝিতে পারিতেন যে ইহারা খোদাকে অস্বীকার করার জন্য তাহাকে বলিতেছে। কথা বলার শক্তিতো তাঁহার মধ্যে ছিল না। এই জন্য মাথা নাড়িয়া বুঝাইতেন যে এইরূপ হইতে পারে না। এইরূপ পর্দা পালনকারী মহিলারাও ইসলামে গত হইয়াছেন।

তেমনি হযরত উম্মে উম্মার (১) সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁহার সংগে শত্রুরা এইরূপ আচরণই করিত। কোন এক সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ সময় তাঁহাকে (হযরত উম্মে উম্মার) নির্যাতন করা হইতেছিল। অবস্থা এইরূপ ছিল যে তাঁহার ছেলেও এই দৃশ্য দেখিতেছিল এবং তাঁহার স্বামীও ইহা দেখিতেছিল। কিন্তু তাহাদের পক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করার কিছু ছিল না। আঁ-হুজুর (সা:) এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে উম্মার! সবর কর। হে উম্মে উম্মার। সবর কর! হে উম্মে উম্মারের স্বামী! তুমিও সবর কর। কেননা খোদা সবরকারীদের পুরস্কারকে কখনো বিনষ্ট হইতে দেন না।

অতএব আমি আপনাদেরকে যা-কিছু বলিতেছি উহাতো কিছুই নয়। এখনওতো আপনাদেরকে ইসলামের জন্য বড় বড় কোরবানী দিতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে ইসলাম ও আহমদীয়তের কাফেলার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে যাইতেছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে কাজের অগণিত বোঝা আপনাদের উপর ন্যাস্ত করা হইবে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে বিচলিত হইয়া পড়িলে কিভাবে আপনারা মহান খেদমতের তৌফিক লাভ করিবেন? অতএব দোওয়া করুন এবং এস্তেগফারের সহিত কাজ করুন।

---

(১) উম্মে উম্মারের নাম ছিল হযরত ছামিয়া (র:), যাঁহার ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে তৌফিক দিন যেন ইসলামের খাতিরে প্রতিটি কোরবানীর জন্য আপনারা সম্মুখে আগুয়ান হন এবং আপনারা কখনো ভুলিবেননা যে বাহ্যতঃ যে ময়দানে আমরা পরাজয় বরণ করিতেছি ঐ ময়দানে নিশ্চয়ই আমাদিগকে জয়লাভ করিতে হইবে। ইনশাআল্লাহতায়ালা।

ঐ মেয়ে যে বলিয়াছিল যে ইহা চলিবেনা, তাহাকে আমি বলিয়া দিতেছি যে ইহা চলিবে। ইহা খোদার কথা এবং নিশ্চয়ই চলিবে! তুমি যদি সংগে না চল তাঁহা হইলে পৃথক হইয়া যাও। ইসলামের কাফেলায় এইরূপ ব্যক্তিদের থাকার কোন অধিকার নাই। কিন্তু ইসলামের কাফেলা নিশ্চয়ই চলিবে এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও কোরআনের কথা নিশ্চয়ই চলিবে এবং হামেশা চলিতে থাকিবে, এমনকি যদি আমার শেষ রক্ত-বিন্দুও এই জন্য প্রবাহিত করিতে হয়। এখন দোওয়া করুন।

(আল-ফজল ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩)

০—০

পর্দা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ মওউদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইরশাদ

"যখন হইতে পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে কোন কোন আহমদীর মধ্যে পর্দা উঠিয়া গিয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ত্রুটি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। আমি অবাক হই যে এই সকল নির্লজ্জ এবং কাপুরুষ ব্যক্তিরা যাহারা মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মানেনা তাহারা নিজদের জাতির কি খেদমত করিবে? জাতির খেদমত করার লোকতো তাঁহারা ছিলেন যাহারা মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এতায়াতের এইরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের ঘটনাবলী পাঠ করিয়া মানুষের হৃদয় ভালবাসার আবেগে ভরপুর হইয়া যায়।

অতএব, আমি এই খোৎবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদিগকে যাহারা নিজদের স্ত্রীকে অপর্দায় রাখেন তাহাদিগকে তাকিদ দিতেছি এবং তাহাদিগকে স্বীয় ইসলাহের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করিতেছি ..... । মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাহাদের সংগে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাহাদিগকে কোন কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করিয়াছে ..... । কোন জটিলতাই এমন নহে যে উহার প্রতিকার শরিয়তে রাখা হয় নাই। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেওয়া সত্বেও যে খোদাতায়ালা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে ইহার অর্থ এই যে সে কোরআনের অবমাননা করে। এইরূপ মানুষের সংগে আমাদের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে ? আমাদের জামাতের মহিলা ও পুরুষদের জন্য ইহা ফরজ যে তাহারা যেন এইরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সংগে কোন সম্পর্ক না রাখেন।"

[৬ই জুন ১৯৫৮ইং তারিখের জুমার খোৎবা : আল ফজল ২৭শে জুন, ১৯৫৮ইং হইতে উদ্ধৃত]